HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

টপিক – ০১ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা
টপিক ০২: মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
টপিক ০৩: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি
টপিক ০৪: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়
টপিক ০৫: মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ
টপিক ০৬: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি
টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৮: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

প্রাণী জগতের মধ্যে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের প্রকৃতি, মর্যাদা, অবস্থান, বুদ্ধিবৃত্তি ও জীবনধারা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সামাজিক জীব হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষকে যেমন কতগুলো জৈবিক চাহিদা (যেমন খাদ্য, স্বাস্থ্য) পূরণ করতে হয়, তেমনি সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা রক্ষার জন্য কতগুলো সামাজিক চাহিদা (যেমন শিক্ষা, বস্ত্র, আশ্রয়) পূরণ করতে হয়। সামাজিক জীব হিসেবে এসব জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা শুধু মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধায় এগুলোকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলা হয়।

ডেভিড জেরি এবং জুলিয়া জেরি প্রণীত কলিন্স সমাজবিজ্ঞান অভিধানের (Collins Dictionary Sociology) ব্যাখ্যানুযায়ী, "মৌলিক মানবিক চাহিদা এমন একটি ধারণা, যাতে সকল মানুষ তাদের মানবিক গুণাবলীর কারণে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে এগুলো পূরণে অংশগ্রহণ করে। সমাজ জীবনে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হিসেবে মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ বিবেচিত। (Basic human needs is the conception that all human being share fundamental needs by virtue of their humanity. The fulfilment of these basic needs is seen as an essential precondition for full participation in social life.)

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

মৌলিক মানবিক চাহিদার সাধারণ ব্যাখ্যায় বলা যায়, "মৌলিক মানবিক চাহিদা বলতে সেসব চাহিদাগুলোকে বুঝায়, যেগুলো মানব প্রকৃতি হতে উদ্ভূত এবং এসব চাহিদা পূরণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি সামাজিক মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে না।" সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের মানবিক ও সামাজিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এসব চাহিদা পূরণ অত্যাবশ্যক বিধায় এগুলোকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়। মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং সামাজিকতা রক্ষার জন্য সর্বজনীন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর সমষ্টিকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলা হয়।

সুতরাং বলা যায়, মানুষের জীবনধারণ এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক জৈবিক ও সামাজিক চাহিদার সমন্বিত রূপ হলো মৌলিক মানবিক চাহিদা।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

মৌলিক মানবিক চাহিদার প্রকারভেদ

Types of Basic Human Needs

সামাজিক দৃষ্টিকোণ হতে সমাজ বিজ্ঞানীরা মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন এ ছয়ভাগে ভাগ করেছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজিক নিরাপত্তাসহ উপর্যুক্ত ছয়টি প্রয়োজন পূরণকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা ও চিত্তবিনোদনকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও প্রবণতা হতেই মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর উদ্ভব। প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। প্রকৃতি প্রদত্ত সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ পেয়ে নিজেকে সামাজিক জীবে পরিণত করতে পারে। মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর যথাযথ পূরণ মানুষকে তার জন্মগত অসহায়ত্ব থেকে রক্ষা করে সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল সামাজিক জীবে পরিণত করে।

মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পরস্পর নির্ভরশীল। যেমন বেঁচে থাকার জন্য মানবোপযোগী অর্থাৎ ধর্ম, বর্ণ, সমাজ ও সংস্কৃতি অনুযায়ী খাদ্যের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আবার শিক্ষার মাধ্যমে উৎপাদনের সামর্থ্য ও দক্ষতা নিশ্চিত না হলে খাদ্যের চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, আশ্রয়ের মতো মৌলিক চাহিদা যুগপৎ একত্রে পূরণ করতে হয়।

মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

টপিক – ০২ মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খাদ্য: মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্য বলতে মানবোপযোগী খাদ্যদ্রব্যকে বুঝানো হয়। মানব দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য অপরিহার্য। মৌলিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, প্রাক-জন্মাবস্থায় পর্যন্ত খাদ্যের প্রয়োজন। মানুষ স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে অস্বাভাবিক উপায়ে তা পূরণের চেষ্টা করে। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা এবং মানবিক ও দৈহিক বিকাশের জন্য খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য বলতে মানবে পযোগী সুষম খাদ্যকে বুঝানো হয়। মানবোপযোগী খাদ্য বলতে মানুষের ধর্ম, বর্ণ, সমাজ, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি অনুমোদিত সুষম খাদ্যকে বুঝানো হয়। কারণ এক ধর্মের বা বর্ণের লোকদের জন্য যা খাদ্য হিসেবে স্বীকৃত, অন্য ধর্মে বা বর্ণে তা নিষিদ্ধ খাদ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে।

মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বস্ত্র: মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে যেমন বস্ত্র অপরিহার্য, তেমনি প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা হতে নিজেদের রক্ষা করার জন্যও মানব জীবনে বস্ত্রের প্রয়োজন। এজন্য খাদ্যের সঙ্গে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সামাজিকতা রক্ষার জন্য বস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ অনাহারে থাকতে পারে, কিন্তু বস্ত্রহীন অবস্থায় সমাজে একমুহূর্ত বসবাস করতে পারে না। বস্ত্রের ব্যবহারই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী হতে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছে। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে স্বাভাবিক ও সভ্য জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে বস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

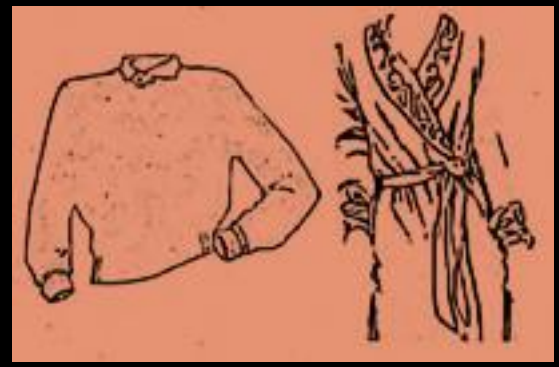

মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাসস্থান: বাসস্থান বলতে মানুষের বসবাসের স্থান অর্থাৎ Dwelling place of human being কে বুঝানো হয়। মানুষের আদি ও অকৃত্রিম মৌল প্রয়োজন হলো বাসস্থান। মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে বাসস্থানের গুরুত্ব ব্যাপক ও বহুমুখী। প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা যেমন শীত-তাপ, রোদ-বৃষ্টি ইত্যাদি হতে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তা লাভ; সমাজ এবং সভ্যতাকে স্থায়ী ও স্থিতিশীল রূপ দেয়ার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের পরিবেশ সৃষ্টিতে বাসস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। স্থায়ী ও নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের অভাবে পুষ্টিকর খাদ্য ও উন্নত বস্ত্র। পরিধান করেও স্বাস্থ্যহীনতার শিকার হবার সম্ভাবনা থাকে। সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি অর্থাৎ সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বাসস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালন ও অধিকার ভোগের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সমাজে স্থায়ীভাবে বসবাস করা, যাযাবর জীবন-যাপনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। সামাজিক কখন সুদৃঢ় এবং সামাজিক

মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শিক্ষা: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পরে শিক্ষাকে সারা বিশ্বে অন্যতম মৌর্থ-মানবিক প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। শিক্ষাই মানুষকে প্রাণী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দৈহিক, মানবিক ও আত্মিক উন্নতির সাথে জাগতিক সমস্যার সমাধানে যে কলাকৌশল মানুষকে সাহায্য করে তাই শিক্ষা। মনীষী ফ্রেডারিক হাবার্টের মতে, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের বহুমুখী প্রতিভা এবং অনুরাগের সুষম প্রকাশ ও নৈতিক চরিত্র গঠন। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় শিক্ষাকে মৌলিক চাহিদার মর্যাদা দিয়ে বলা হয়েছে, "শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে- যা তাকে আধুনিক ও উৎপাদনক্ষম করে তুলে এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, পুষ্টি ও আশ্রয়ের মতো অপরিহার্য মৌলিক চাহিদাগুলো অর্জনযোগ্য ও পারঙ্গম হতে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সহায়তা করে।"

মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

স্বাস্থ্য: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সংজ্ঞানুযায়ী, "স্বাস্থ্য হলো দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দিক হতে পরিপূর্ণ কল্যাণকর অবস্থা। শুধু রোগমুক্ত অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।" (Health is the state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of desease on infirmity.) স্বাস্থ্য রক্ষা মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান সহায়ক হচ্ছে স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যহীনতার প্রভাবে যেমন মানুষের কর্মক্ষমতা লোপ পায়, তেমনি মাথাপিছু আয় ও জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পায়। এজন্য স্বাস্থ্যকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

দেশের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নের প্রধান সহায়ক হচ্ছে সুস্থ, সবল ও কর্মনৈপুণ্যসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি। স্বাস্থ্যহীনতার দরুণ জনগণের গুণগত মান ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। যা দেশের উৎপাদনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্যহীনতার ফলে পরনির্ভরশীলতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা, শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, আয়ুষ্কল হ্রাস, দরিদ্রতার প্রসার, শ্রম বিমুখতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়।

মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

চিত্তবিনোদন: চিত্তবিনোদন আধুনিক শিল্প সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা হিসেবে সবদেশে স্বীকৃত। চিত্তবিনোদন হচ্ছে অবসরকালীন সময়কে অর্থবহ করে তোলার অন্যতম হাতিয়ার, যা মানুষের কর্মস্পৃহাকে পুনঃউজ্জীবিত করে। মানুষের সহজাত আনন্দ বিলাসী মনই মানব সভ্যতাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে। সৃজনশীল কাজ ও গঠনমূলক চিন্তার খোরাক জোগায় নির্মল আনন্দ ও চিত্তবিনোদন। মনীষী এইচবি মেয়ার (Harold B Meyer) এবং সিকে ব্রাইট বিল (Charles K Bright Bill) চিত্তবিনোদনের সংজ্ঞায় বলেছেন, "চিত্তবিনোদন হলো এমন একটি কার্যক্রম যা আনন্দ ও গঠনমূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ এনে দেয়। সৃজনশীল জীবনধারার সহায়ক হচ্ছে নির্মল চিত্তবিনোদন।" (Recreation may be defined as an activity which gives joyful satisfying experiences and an opportunity for creative self-expression.)" চিত্তবিনোদন সময়ের শূন্যতা পূরণ নয়, সময় কাটানোও নয়, বরং এর লক্ষ্য হচ্ছে সময়কে অর্থবহ ও জীবন্ত করে তোলা। (Recreation is neither time filler, nor time killer but its purpose is to make time a living and vital thing.)

মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গঠনমূলক চিত্তবিনোদন মানব শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানোর সঙ্গে সামাজিক আইন কানুনের প্রতি নিষ্ঠা, মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়। চিত্তবিনোদনের অভাবে সৃষ্ট সমস্যাসমূহের মধ্যে অলসতা, মানসিক অবসাদগ্রস্ততা, অনীহা, কর্মবিমুখতা, অপরাধ প্রবণতা, 'কুচিন্তা, হতাশা, অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সৃজনশীল প্রতিভা হ্রাস পেয়ে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

টপিক – ০৩ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতিচাহিদা

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

মাথাপিছু নিম্ন আয় মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রধান অন্তরায়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি ছিল মাত্র ৮৩৮ মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ৯২৩ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী দেশের শতকরা প্রায় ৩১.৫০ ভাগ লোক এবং পল্লীর শতকরা ৩৫.২০ ভাগ এবং শহরের ২১.৩০ ভাগ দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে।' বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পরিস্থিতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

১. খাদ্য: বাংলাদেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি অন্যতম। অধিক জনসংখ্যা, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, আবাদী জমি হ্রাস, ভূমির অনুর্বরতা ও খন্ড-বিখন্ডতা, ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যদ্রব্যের অসম কটন ইত্যাদি বাংলাদেশের ধারাবাহিক খাদ্য ঘাটতির প্রধান কারণ। বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও তথ্য পর্যালোচনা করলে, খাদ্যের মতো মৌলিক মানবিক চাহিদার বাস্তব চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে।

২০০৫ সালের কৃষি নমুনা জরিপের তথ্যানুযায়ী মাথাপিছু আবাদী ভূমির পরিমাণ মাত্র ০.১৩ একর এবং ভূমিহীন খানার (Household) সংখ্যা মোট খানার ১৪.০৩ শতাংশ। ২০১০ সালের খানা আয় ব্যয় জরিপের তথ্যানুযায়ী জনসংখ্যার ৩৫.৪ শতাংশ ভূমিহীন। জনসংখ্যার ৪৫.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে।

মাথাপিছু চাষাবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যার অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য শস্য বিদেশ থেকে আমদানি করে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে হচ্ছে। ১৯৮১-৮২ অর্থ বছরে মোট ১২ লাখ ৫৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্য (গম-চাল) সাহায্য ও আমদানি বাবদ সংগ্রহ করতে হয়। অন্যদিকে ২০১১-১২ সালে খাদ্য আমদানী ও সাহায্য বাবদ ২২৯০ হাজার মেট্রিক টন সংগ্রহ করা হয়।" সালাদেশে ধারাবাহিক খাদ্য ঘাটতির প্রভাবে জনগণের খাদ্য চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হচ্ছে না।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

খাদ্যের মত মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা হতে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি সমস্যার উদ্ভব হয়।. দেশের জাতীয় উৎপাদনে খাদ্য ঘাটতির চক্রাকার প্রভাব নিচের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

২. বসূত্র: সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সামাজিকতা রক্ষা এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন পূরণ অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে বস্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবিক চাহিদা আর্থিক কারণে সবশ্রেণীর জনগণের পক্ষে যথাযথভাবে পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে মাথাপিছু আয়ের সিংহভাগ ব্যয় করা হয় এবং বস্ত্রখাতে ব্যয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম।মাথাপিছু বার্ষিক গড়ে ১০ মিটার কাপড়ের ব্যবহার ধরা হলে ১৫ কোটি ২৫ লাখ জনসংখ্যার জন্য ১৫২.৫ কোটি মিটার কাপড়ের প্রয়োজন বলে অনুমান করা যায়। ২০০১-২০০২ সালে ১৩১.৬ মিলিয়ন, জনসংখ্যা হিসেবে মাথাপিছু বার্ষিক নতুন বস্ত্রের প্রাপ্যতা ছিল ১৫.৭ মিটার এবং পুরাতন কাপড়ের প্রাপ্যতা ছিল ০.০৩ মিটার। মে ২০১২ প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মাথাপিছু বার্ষিক পুরাতন কাপড় প্রাপ্তি ০.০৩ মিটার এবং নতুন কাপড় ১৫:৭ মিটার। বাংলাদেশে বত্র উৎপাদনের পুরোটাই বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়। সূতা উৎপাদনের সামান্য অংশ সরকারি খাতে উৎপাদিত হয়। যেমন- ২০১০-১১ অর্থবছরে ১১০৫ মিলিয়ন কেজি সূতা বেসরকারি খাতে এবং মাত্র ২.৪ মিলিয়ন কেজি সরকারি খাতে উৎপাদিত হয়। অন্যদিকে বসত্র উৎপাদনের ৭৩ হাজার মিলিয়ন

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

৩. বাসস্থান: বাসস্থান মানুষের আদিম ও অকৃত্রিম মৌলিক চাহিদা। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জনগণের শহরমুখী প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহর এলাকায় বাসস্থান সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫ সালের কৃষি নমুনা জরিপের তথ্যানুযায়ী মোট খানার (Households) ১৪.০৩ শতাংশ অর্থাৎ সাড়ে ঊনচল্লিশ লাখ খানা ভূমিহীন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী শহরে ৫৪.৯ শতাংশ পরিবার এবং গ্রামের ৯৬.২ শতাংশ পরিবার নিজ মালিকানাধীন গৃহে বাস করছে। বাসস্থানের মধ্যে ৭৩.৮ শতাংশ কাঁচা, ১৭.৮ শতাংশ সেমিপাকা এবং ৭.৭-শতাংশ পাকা। গ্রামীণ ৮৩.২ ভাগ গৃহ কাঁচা এবং ১৩.৪ ভাগ সেমি পাকা। দেশে ৪৯ শতাংশ গৃহ বিদ্যুৎহীন এবং ১৭.১ ভাগ পরিবার টিউবওয়েল এবং সাপ্লাই এর পানি পান করে।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

৪. শিক্ষা: বাংলাদেশে শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে থেকে অনেক নিচে। ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুয়ায়ী সাত বছর বয়সের উপরের জনসংখ্যার ৫১.৮ ভাগ শিক্ষিত। যার মধ্যে পুরুষদের শিক্ষার হার শতকরা ৫৪.১ ভাগ-এবং মহিলা ৪৯.৪ ভাগ। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে সাত বছর বয়সের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪৮.২ ভাগ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বিগত ১৯৬১ হতে ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রবণতা নিচের টেবিলে দেখানো হলো-

বাংলাদেশে শিক্ষার হার (সব বয়সের) ১৯৬১–২০১১

শুমারী বছর	উভয় লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা
১৯৬১	১৭.৬	২৬.০	৮.৬
১৯৭৪	২০.২	২৭.৬	১২.২
১৯৮১	১৯.৭	২৫.৮	১৩.২
১৯৯১	২৪.৯	৩০.০	১৯.৫
২০০১	৩৭.০	৪০.৩	৩৩.৪
২০১১ (৭ বছর +)	৫১.৮	৫৪.১	৪৯.৪

উৎস : আদমশুমারী রিপোর্ট ২০০১ এবং ২০১১।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

৩. বাসস্থান: বাসস্থান মানুষের আদিম ও অকৃত্রিম মৌলিক চাহিদা। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জনগণের শহরমুখী প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহর এলাকায় বাসস্থান সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫ সালের কৃষি নমুনা জরিপের তথ্যানুযায়ী মোট খানার (Households) ১৪.০৩ শতাংশ অর্থাৎ সাড়ে ঊনচল্লিশ লাখ খানা ভূমিহীন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী শহরে ৫৪.৯ শতাংশ পরিবার এবং গ্রামের ৯৬.২ শতাংশ পরিবার নিজ মালিকানাধীন গৃহে বাস করছে। বাসস্থানের মধ্যে ৭৩.৮ শতাংশ কাঁচা, ১৭.৮ শতাংশ সেমিপাকা এবং ৭.৭-শতাংশ পাকা। গ্রামীণ ৮৩.২ ভাগ গৃহ কাঁচা এবং ১৩.৪ ভাগ সেমি পাকা। দেশে ৪৯ শতাংশ গৃহ বিদ্যুৎহীন এবং ১৭.১ ভাগ পরিবার টিউবওয়েল এবং সাপ্লাই এর পানি পান করে।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

৫. স্বাস্থ্য: স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। স্বাস্থ্য মানুষের যেমন ব্যক্তিগত সম্পদ, তেমনি জাতীয় সম্পদও বটে। স্বাস্থ্যহীনতার প্রভাবে মানুষ জীবন ধারণের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য অর্জনে সক্ষম হয় না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্য রক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাস্থ্যসেবার মান প্রত্যাশা অনুযায়ী বৃদ্ধি না পাওয়ায় স্বাস্থ্যহীনতা প্রসারিত হচ্ছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ এর তথ্যানুযায়ী নিচের সারণীতে স্বাস্থ্যসেবা খাতের প্রধান কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা হলো-

সন	সরকারি ডিসপেনসারী	ডিসপেনসারী এবং হাসপাতাল শয্যা	রেজিঃ ডাক্তার	রেজিঃ নার্স	রেজিঃ ধাত্রী	যক্ষা ক্লিনিক	থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
২০১০-২০১১	১,৩৬২টি	৪১৬৬৫	৫৮৯৫৭	৩০৪১৮	২৭০০০	৪৪টি	৪৫৯টি

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

স্বাস্থসেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য

১. হাসপাতাল শয্যা প্রতি জনসংখ্যা: ১৮৬০ (২০১০)

২. রেজিস্টার্ড ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা: ২৮৬০ (২০১১)

৩. প্রতি হাজারে স্কুল (Curdel) শিশু জন্মের হার: ১৯.২ (২০১১)

৪. প্রতি হাজারে স্থূল শিশু মৃত্যুর হার: ৫.৬ (২০১১)

৫. প্রতি হাজার জীবিত প্রসবে মাতৃমৃত্যুর হার: শহরে ১.৭৮ এবং পল্লী ২.৩০ জন (২০১০)

৬. প্রতি হাজার শিশু মৃত্যুর হার (১ বছরের নিচে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে): ৩৬ জন (২০১০);

৭. নিরাপদ খাবার পানি গ্রহণকারী (%): টিউবওয়েলের পানি ৮৭.৫৫ (২০১১);

৮. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সুবিধা ব্যবহারকারী (%): ৬৬.৬ (২০১১)।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

৬. চিত্তবিনোদন: বাংলাদেশে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি চাহিদা যথাযথ পূরণ না হওয়ায় চিত্তবিনোদনের মতো মৌল প্রয়োজন তেমন গুরুত্ব বহন করছে না। বাংলাদেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্তবিনোদনের সুযোগ ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ৩২.২ শতাংশ খানার (Household) টেলিভিশন ও ক্যাবল সংযোগ রয়েছে; এর মধ্যে শহরে ৫৯.৮ শতাংশ, গ্রামে ২৩.৫ শতাংশ। শহরের ৭৫.৩ ভাগ খানা এবং গ্রামের ৫১.৭ ভাগ খানা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। মোবাইল ফোন কিশোর কিশোরীদের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে গঠনমূলক ও সৃজনশীল চিত্তবিনোদনের অভাব রয়েছে।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত সমস্যা

যে কোন দেশের সামাজিক সমস্যা উদ্ভবের অন্যতম প্রধান কারণ হলো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা। মৌলিক মানবিক চাহিদা যথাযথ পূরণ না হলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার তেমনি স্বাভাবিক উপায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে পূরণের প্রচেষ্টা হতেও বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। এজন্য সমাজবিজ্ঞানীরা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতাকে সামাজিক সমস্যার মৌলিক উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা হতে উদ্ভূত প্রধান সমস্যাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত সমস্যা

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা হতে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য অন্যতম। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা হতে যেমন দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়, তেমনি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো দারিদ্র্য। বাংলাদেশে আয় বঞ্চিত দারিদ্র্য এবং শিক্ষা ও পুষ্টি বঞ্চিত মানব দারিদ্র্য উভয় ক্ষেত্রে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতার প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ৩১.৫০ ভাগ এবং পল্লীর ৩৫.২০ ও শহরের ২১.৩০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। অন্যদিকে ১৭.৬০ ভাগ লোক চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা চার কোটি ৭০ লাখ। এদের মধ্যে দু'কোটি ৬০ লাখ চরম দরিদ্র, যাদের বাস গ্রামে। খাদ্য, শিক্ষা, আশ্রয়ের মতো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা হতে দারিদ্র্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত সমস্যা

স্বাস্থ্য রক্ষার অপরিহার্য উপাদান স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান এবং বস্ত্রের ব্যবহার। ২০১১ সালের তথ্যানুযায়ী টিউবওয়েলের সুপেয় পানি গ্রহণকারী শতকরা ৮৭.৫৫ ভাগ। অন্যদিকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সুবিধাভোগীর শতকরা ৬৬.৬ ভাগ। বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ হতে আমদানীকৃত পুরাতন কাপড় জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকির সৃষ্টি করছে। এছাড়া বাসস্থানের অভাবে বাংলাদেশে বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তির নোরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংক্রামক ব্যধির উর্বর ক্ষেত্র। জরাজীর্ণ অস্বাস্থ্যকর গৃহ ও বস্তির নোংরা পরিবেশ স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ হিসেবে ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধার অভাবে গ্রামবাংলার বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যহীনতার শিকার। শহরকেন্দ্রিক ব্যয়বহুল চিকিৎসার সুযোগ থেকে দেশের বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠী বঞ্চিত। চিত্তবিনোদন অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা। নির্মল ও গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের অভাবে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মানসিক অবসাদগ্রস্ততা, হতাশা, দৈহিক দুর্বলতা প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত সমস্যা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত বিভিন্ন শিশু পুষ্টি জরিপের তথ্য হতে পুষ্টিহীনতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১১ এর পরিসংখ্যান পকেট বুকে উপস্থাপিত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মাত্র ১১.৫ ভাগ শিশু স্বাভাবিক এবং প্রায় ৮৯ ভাগ শিশু কোন না কোন পর্যায়ে অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক অন্যতম প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিচালিত সমন্বিত খানা জরিপের (Intregrated Household Survey 2010-2011) তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ৩৬ ভাগ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং ৯০ ভাগ রক্ত শূন্যতার শিকার। অপুষ্টির প্রভাবে শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি, অন্ধত্ব, রাতকানা, ক্ষীণমেধা, বিকলাঙ্গতা, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। সুষম খাদ্যের অভাব, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পুষ্টিজ্ঞানের অভাব প্রভৃতি পুষ্টিহীনতার প্রধান কারণ।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত সমস্যা

শিক্ষার মত মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা হতে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা সমস্যা দেখা দেয়। ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী সাত বছর বয়সের উপরের জনসংখ্যার শতকরা ৫১.৮ ভাগ মাত্র শিক্ষিত। পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার হার ৫৪.১ এবং নারী শিক্ষার ৪৯.৪ ভাগ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষাকৃত কম বৃদ্ধি পাওয়ায় নিরক্ষরতা প্রত্যাশা অনুযায়ী হার হ্রাস পাচ্ছে না। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার প্রভাবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা পূরণের দক্ষতা ও কর্মকুশলতা অর্জনে মানুষ ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে নিরক্ষর জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য, অপরাধ প্রবণতা, কুসংস্কার প্রভৃতি সমস্যার মূল কারণ নিরক্ষরতা।

বাংলাদেশে বাসস্থানের মতো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা হতে বস্তি এবং গৃহ সমস্যা দেখা দেয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গৃহসমস্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মার্চ ২০০৫ সালের সরকারি তথ্যানুযায়ী বস্তির সংখ্যা চার হাজার এবং বস্তির লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ লাখ।১৩ অথচ ১৯৭৩ সালে বস্তির জনসংখ্যা ছিল মাত্র চার লাখ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

টপিক – ০৪ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়

বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে বহুমুখী অন্তরায় বিরাজ করছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য এবং জনসংখ্যাস্ফীতি হলো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রধান অন্তরায়। ২০১০ সালের খানা আয়ব্যয় জরিপের তথ্যানুযায়ী দেশের শতকরা ৩১.৫ ভাগ লোক দারিদ্র্য রেখার নিচে এবং ১৭.৬০ ভাগ লোকের জীবনযাত্রার মান চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে। বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০১৩ এর তথ্যানুযায়ী দারিদ্র্য মানুষের সংখ্যা চার কোটি, ৭০ লাখ; যার মধ্যে দু'কোটি ৬০ লাখ চরম দারিদ্র্য অবস্থায় গ্রামে বাস করছে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের (Vicious Circle of Poverty) প্রভাব বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রধান অন্তরায়।

বাংলাদেশে মৌলিক চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রধান প্রতিকথক হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সীমিত শিল্পায়নের ফলে যা কিছু বাড়তি উৎপাদন হচ্ছে, তা বর্ধিত জনসংখ্যা শেষ করে দিচ্ছে। ফলে জনগণের জীবনমান পূর্বের অবস্থায় রয়ে যাচ্ছে। ২০১১ এর আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী গণনাকৃত জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার -এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৩৪ জন। ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী সমন্বিত জনসংখ্যা প্রায় ১৪৭ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০১৫ জন।" জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবন ধারণের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ ব্যাহত হচ্ছে।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন অন্যতম পূর্বশর্ত। সরকার স্থিতিশীল না হলে, উন্নয়ন পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দীর্ঘসময় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতিতে সৃষ্ট নেতিবাচক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সুশাসনের অভাব মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে বাধার সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনের উপর মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এদেশের কৃষি উৎপাদনকে অস্থিতিশীল করে রাখে। ভূমির খণ্ড-বিখণ্ডতা, অনুন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, নতুন নতুন বাসস্থান ও সড়ক, শিল্প-কারখানার অবকাঠামো নির্মাণের প্রভাবে মাথাপিছু আবাদী ভূমির পরিমাণ হ্রাস ইত্যাদি সমস্যা বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। আর কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত মানে, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে বাংলাদেশে পরিবেশের বিপর্যয় অব্যাহত রয়েছে। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ধারাবাহিক প্রাকৃতিক সুর্যোগে বাংলাদেশে কৃষিখাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে পড়ছে।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়

বাংলাদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতিকথক। বাংলাদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার অধিক। বয়স এবং কর্মসংস্থানের অভাবে যারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করে অন্যের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল, তাদের নির্ভরশীল জনংখ্যা ধরা হয়। বাংলাদেশে স্বাভাবিক নির্ভরশীলতার এবং অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার হার অধিক। শিশু, প্রবীণ, বেকারত্ব, শিক্ষার্থী, কর্মে অক্ষম প্রভৃতি দিক হতে অর্থনৈতিক নির্ভরতার হার নির্ধারণ করা হয়। অর্থনৈতিক দিক হতে ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ৬৮.৭ ভাগ নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক বেকার ও অক্ষম নির্ভরশীল জনসংখ্যা, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা বেকারত্ব এবং অর্ধবেকারত্ব। ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী অর্থনৈতিক দিক হতে কর্মক্ষম ৫৬.৭ মিলিয়ন শ্রমশক্তির মধ্যে ৫৪.১ মিলিয়ন কর্মে নিয়োজিত এবং ২.৬ মিলিয়ন বেকার। বেকারত্বের হার ৪.৫ এবং মহিলা শ্রমশক্তির শতকরা ৫.৮ ভাগ বেকার। বাংলাদেশের শ্রমশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। কৃষি ও শিল্পে সরাসরি যেহেতু ভবিষ্যতে নিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ কম, সেহেতু বেকারত্ব ভবিষ্যত মৌলিক চাহিদা পূরণে অধিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়

বাংলাদেশে মৌলিক চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আয়ের অসম কটন। বাংলাদেশে সম্পদের অভাব মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রতিবন্ধক হলেও একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। সম্পদ কটনের দিকটি এক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপ ২০১০ সালের তথ্যানুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে সর্বনিম্ন শ্রেণীর ৫ শতাংশ পরিবারগুলোর আয় জাতীয় আয়ের ০.৭৮ শতাংশ। আর উচ্চ পর্যায়ের শতকরা ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ছিল জাতীয় আয়ের ২৪.৬১ শতাংশ।" এসব তথ্যাদি সমাজে আয় বৈষম্য সৃষ্টির ইঙ্গিত বহন করছে।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের উল্লেখযোগ্য অন্তরায় হলো মানব সম্পদ উন্নয়নের নিম্নহার। মানবসম্পদ উন্নয়নের অভাবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ ব্যাহত হয়। কারণ জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে কর্মক্ষম ব্যক্তি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হয়। এ কারণে আয় হ্রাস পেয়ে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

টপিক – ০৫ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ

মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হল পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাতে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং যুক্তিসঙ্গত অবকাশের অধিকার অর্জন নিশ্চিত হয় (ধারা-১৫)। সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে সকল নাগরিকের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের কার্যকর ব্যবস্থা করতে সরকার সচেষ্ট।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সরকার কতকগুলো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বিশেষ দিক আলোচনা করা হলো।

মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ

খাদ্য: খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কৌশল বাংলাদেশের প্রতিটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সেচের সুবিধা, সারের বর্ধিত ব্যবহার, কৃষি ঋণের সুবিধা, নিবিড় চাষ, উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ, জমির ব্যবহার বহুধাকরণ, পতিত জমি পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় ভূমি উদ্ধার ইত্যাদির সমন্বয়ে ব্যাপক ও বহুমুখী কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশ সরকার পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের আওতায় বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারি ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকেন।

স্বাস্থ্যখাতে সরকার ঘোষিত ভিশনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২১২২ কিলো ক্যালরীর উর্ধ্বে খাদ্য শক্তি নিশ্চিত করা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

টপিক – ০৬ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

বাংলাদেশ সরকার সমাজের অতি দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের সুযোগ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-

নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচির মধ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ ইত্যাদি।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি।

কার্যলয় আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ

বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক।

গৃহায়ন তহবিল।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

বস্ত্র: বাংলাদেশের সরকার ১৯৯৩ সালের মধ্যে বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং বত্র রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেশের প্রথম বজ্রনীতি ঘোষণা করেছেন। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) বসেত্র স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০০৫ সালের মধ্যে বার্ষিক মাথাপিছু ১৭ মিটার বস্ত্র প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের ৮০ ভাগ বত্রের চাহিদা দেশীয় শিল্প হতে আসে। ২০১০-১১ বছরে কাপড়ের মোট উৎপাদন ছিল ৭,৩০০ মিলিয়ন মিটার। সমাজের দুঃস্থ ও দরিদ্র শ্রেণীর বত্রের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার পুরাতন কাপড় আমদানিসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

বাসস্থান: বাংলাদেশে বাসস্থান সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। গ্রামীণ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর বাসস্থান সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকার গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এর লক্ষ্য সরকারি খাস জমির উপর সরকারি ব্যয়ে গ্রামীণ ভূমিহীনদের বাসস্থানের সুযোগ করে দেয়া। গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য গৃহনির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৫৪ হাজার ১৪৬টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। শহরাঞ্চলের ভাসমান জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কয়েকটি পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া দরিদ্র জনগণের জন্য গৃহায়ন কর্মসূচি, গৃহহীন দরিদ্রদের জন্য ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ন তহবিল ও আশ্রয় প্রকল্প একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত একলাখ আট হাজার ৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ৫০ হজার গৃহহীন, ছিন্নমূল দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা করা নেয়া হয়েছে। সরকারি কার্যক্রমের বাইরে সারাদেশে মোট ৫২৩টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪৫০ উপজেলায় গৃহায়ন খঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

শিক্ষা: বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও সর্বজনীন করা হয়েছে। বাংলাদেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথম বারের মত সর্বজনীন প্রথমিক শিক্ষা এবং গণশিক্ষার অঙ্গীকার এবং এ লক্ষ্যার্জনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বাস্তবমুখী জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

স্বাস্থ্য: জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনাগুলোতে স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নয়নের প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (PHC)-র উপর জোর দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় শিশুদের মারাত্মক ছয়টি রোগ ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, পলিও, হুপিংকফ, যক্ষ্মা, হাম প্রতিরোধের জন্য ১৯৭৯ সাল থেকে টিকাদান কর্মসূচি চালু রয়েছে। দেশকে পলিওমুক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় টিকাদান দিবস পালিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টরে একটা অত্যাবশকীয় সেবা প্যাকেজের (EPS) মাধ্যমে জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

সরকার স্বাস্থ্যখাতকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিচের সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

বিনামূল্যে সামর্থহীনদের জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান;
শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করা;
দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল, দ্বীপ, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;
প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি করে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে শিশু পুষ্টি ও মাতৃসদন নিশ্চিত করা;
সবার জন্য নিরাপদ পানি এবং প্রতি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা;
স্থানীয় পর্যায়ে পরিচালনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা বিকেন্দ্রীকরণ;

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। নিচের কোনটি মৌলিক মানবিক চাহিদা নয়?

ক. খাদ্য খ. শিক্ষা গ. স্বাস্থ্য ঘ. ঘুম

২। সমাজ জীবনে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হলো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ-এটি কার উক্তি?

ক. ডেভিড জেরী খ. জুলিয়া জেরী

গ. ডেভিড জেরী এবং জুলিয়া জেরী ঘ. জেরী এবং জেরী

৩। বাংলাদেশের সংবিধানে কটি মৌল মানবিক চাহিদার উল্লেখ করা হয়েছে?

ক. ছ'টি খ. সাতটি গ. পাঁচটি ঘ. আটটি

৪। নিচের কোনটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উদাহারণ?

ক. পেনশন খ. দলীয় বীমা গ. প্রবীণ ভাতা ঘ. কল্যাণ তহবিল

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৫। বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে কোনটিকে বলা যায়?

ক. জন সচেতনতার অভাব
খ. অতিরিক্ত জনসংখ্যা
গ. খাদ্যশস্য উৎপাদনের স্বল্পতা
ঘ. দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামোর অনুপস্থিতি

৬। আকবর সাহেবের পরিবারে লোকসংখ্যা ৮ জন। আকবর সাহেবের একার উপার্জনে এ বৃহৎ পরিবারের সকলের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না। এর কারণ হিসেবে কোনটিকে চিহ্নিত করা যায়?

ক. আকবর সাহেবের স্বল্প আয়
খ. পরিকল্পনাহীন জীবনযাপন পদ্ধতি
গ. নির্ভরশীল জনসংখ্যার আধিক্য
ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়

৭। গৃহহীন রমজান মিয়াকে বরগুনার আমতলীতে একটি সরকারি প্রকল্পের খাস জমিতে বাসগৃহ প্রদান করা হয়েছে। এটি সরকার গৃহীত কোন প্রকল্প?

ক. দরিদ্র জনগোষ্ঠী আবাসন প্রকল্প
খ. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প
গ. সকলের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্প
ঘ. একটি পরিবার একটি ভিটা প্রকল্প

৮। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ অত্যাবশ্যক কেন?

ক. মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা
খ. সামাজিকতা রক্ষা
গ. ক ও খ উভয়ই
ঘ. কোনোটিই সঠিক নয়

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১০। মৌলিক মানবিক প্রয়োজন হিসেবে মানব জীবনে বস্ত্রের প্রয়োজন কেন?

i. ধর্মীয় বিধিবিধান রক্ষা করা

ii. প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করা

১১. সামাজিক জীব হিসেবে সামাজিকতা রক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং i i　　খ. ii এবং iii　　গ. i এবং iii　　ঘ. i, ii এবং iii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

গনি মিয়া একজন কৃষক। নিজের জমি নেই, অন্যের জমি চাষ করত। তবে মূলধনের অভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করতে পারত না। এতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, তা দিয়ে তিন ছেলে ও চার মেয়েসহ নয় সদস্যের পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষার যোগান দেয়া সম্ভব হত না। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে গনি মিয়ার ছেলেমেয়েরা অপুষ্টিতে ভুগত। চিকিৎসার অভাবে গনি মিয়ার দুটি সন্তানের অকাল মৃত্যু হয়। স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে ব্যর্থ হয়ে গনি মিয়ার পরিবারের মতো হাজার হাজার পরিবার স্বাস্থ্যহীনতার শিকার হচ্ছিল। গনি মিয়ার অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিরাজ করছিল। পরবর্তীতে সরকার গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির অধীনে গনি মিয়ার পরিবারের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটে।

ক. মৌলিক মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝ?

খ. মৌলিক মানবিক চাহিদার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য কী?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত গনি মিয়ার পারিবারিক অবস্থার আলোকে বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতিকথকতা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ক. তোমার মতে ছকের শূন্যস্থানে (?) কী বসালে ছকটি সম্পূর্ণ হবে?

খ. চিত্তবিনোদন আধুনিক শিল্প সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃত কেন?

গ. ছকটি একটি অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত সমস্যাবলীকে নির্দেশ করেছে। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ক' প্রশ্নের জন্য তোমার প্রদত্ত উত্তরের যৌক্তিকতা তুলে ধরে ছকটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

THANK YOU